আনসার আহমেদ উল্লাহ

১৯৭৮ পূর্ব লন্ডনে বাঙালির রাজনৈতিক জাগরণ

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই যুক্তরাজ্যে বাঙালির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে স্বল্প সংখ্যায় এশীয়, যারা বিভিন্ন পেশায় জড়িত, প্রধানত চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও আইনজীবী ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

বিশ শতকের শুরুর দিকে বড় সংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ার যে গ্রুপটি যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন তারা ছিলেন জাহাজী। লস্কর নামে পরিচিত এই পেশাজীবী দলে বাঙালিও ছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য কাজ করতে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। লন্ডনের পূর্ব প্রান্তের ডকগুলোর কাছে জাহাজীদের বিভিন্ন গ্রুপ ও সাবেক সেনা সদস্যরা বসতি স্থাপন করেন।

১৯৪০-১৯৫০ এর দশক: স্বদেশীর কল্যাণ

জাহাজীদের কেউ কেউ ১৮৫০ এর দশক থেকে লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে বসতি শুরু করেন। এ সময় লন্ডনে বাঙালি জাহাজীদের বসতি স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫৭ সালে স্থাপিত সোসাইটি ফর দ্য প্রোটেকশন অফ এশিয়ান সেইলরসের মতো সংগঠনের কাঠামোতে।
তবে পূর্ব লন্ডনে বাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম দিকের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন আইয়ূব আলী মাস্টার। তিনি ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ১৩ স্যান্ডিজ রোতে বসবাস করতেন। ১৯২০ এর দশকে কমার্সিয়াল রোডে নাবিকদের জন্য একটি ক্যাফে চালাতেন তিনি। পরে ৭৬ কমার্সিয়াল স্ট্রিটে শাহজালাল কফি হাউজ গড়ে তুলেছিলেন। কমার্সিয়াল স্ট্রিটের সেই স্থাপনা এখনো সেখানে আছে 'ব্লেসিংস' নামে পরিচিত হাল আমলের বার/রেস্তোরাঁ হিসেবে। আইয়ূব আলী মাস্টার তার স্যান্ডি রোর বাড়িটিকে পরিণত করেছিলেন বাঙালি সহায়তা কেন্দ্রে, যেখানে বাঙালির থাকার ব্যবস্থার পাশাপাশি পত্র লেখক, ফর্ম পূরণ ও ট্রাভেল এজেন্সিসহ জব সেন্টার চালু করা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে ইন্ডিয়ান সি মেনস ওয়েলফেয়ার লীগ চালুও করেছিলেন তিনি। ফলশ্রুতিতে আইয়ূব আলী মাস্টারের কফি শপই ছিল অধিকাংশ নাবিকের গন্তব্য। ওই জায়গাটিই হয়ে উঠেছিল সহায়তা ও পরামর্শ লাভের প্রথম বন্দর। ১৯৫০ এর দশক নাগাদ বাঙালি জনসংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছিল এবং তাদের বেশিরভাগই ছিল পুরুষ। নাবিক এবং অন্যরা যারা সমুদ্র বা আকাশপথে এসেছিলেন-তারা পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন, যেটা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনই হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন ও বৃহৎ কম্যুনিটি অরগানাইজেশন, যার ৪০ হাজারের বেশি সদস্য রয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে ৩৯ ফোরনিয়ার স্ট্রিটে রয়েছে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ভবন। ঐতিহাসিক ব্রিকলেন মসজিদের পাশের এই ভবনটি মূলত চার্চের মন্ত্রীর জন্য ১৭৫০ সালে গড়ে তোলা হয়েছিল। এটা ছিল স্থানীয় দরিদ্রদের জন্য হিউগোনা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ভিত্তি। উনিশ শতকের শেষদিকে এখানে ইহুদী চ্যারিটিজের ঘাঁটি ছিল। কিছুদিন আগ পর্যন্তও বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ভবনই আলতাব আলী ফাউন্ডেশনের যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল।

১৯৬০-৭০ এর দশক: বাংলাদেশি রাজনীতি-মুক্তিযুদ্ধ

১৯৫০ এর দশকের শুরু থেকে ষাটের দশকের পুরো সময় এবং সত্তরের দশকের প্রথম দিকে পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের, যেখান থেকে বাঙালি এসেছিল, সেখানকার রাজনীতিতে খুব দ্রুত নানা ঘটনা ঘটছিল। পাকিস্তানিরা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলছিল। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝতে পারল, পাকিস্তানের মধ্যে রেখে তাদের ঠকানো হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি ক্ষোভ বাড়তে লাগলো। তরুণ ক্যারিশম্যাটিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বক্তব্য সামনে নিয়ে আসল। আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অচিরেই স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়ে ১৯৭১ সালের মার্চে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশে সংঘটিত নৃশংসতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা, ব্রিটিশ সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন পেতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তহবিল সংগ্রহে যুক্তরাজ্যের বাঙালি কম্যুনিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তরাজ্যজুড়ে অ্যাকশন কমিটি করে বাঙালি কম্যুনিটি। সে সময় যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক দলের অনেকের সমর্থন ছিল উল্লেখ করার মতো একটি বিষয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের পূর্ব লন্ডনের এমপি পিটার শোর।

এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৯৭১ সালের আগেও যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাঙালিরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। সেটা ছিল আওয়ামী লীগের ছয় দফা ঘিরে, যাতে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল। এছাড়া আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তারের পর তার মুক্তির দাবিতে প্রচারণা চালান ব্রিটিশ বাঙালিরা। ১৯৭১ সালে বাঙালি কর্মীদের মিলিত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল পূর্ব লন্ডনের আর্টিলারি লেনের নিকটবর্তী দিলচাঁদ রেস্তোরাঁ। ওই রেস্তোরাঁর মালিক জনাব মোত্তালিব চৌধুরী ছিলেন প্রখ্যাত সমাজকর্মী। এমন কোনো বাঙালি ছাত্র পাওয়া কঠিন যিনি তার কাছ থেকে সহযোগিতা নেননি। তার ছেলেরাও বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং এখনো কম্যুনিটি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রয়েছেন।

১৯৭৮: বাঙালি কম্যুনিটির দ্বিতীয় প্রজন্মের রাজনৈতিক জাগরণ এবং বর্ণবাদবিরোধী রাজনীতির বিকাশ

১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে বসবাসরত বাঙালিসহ এশীয়দের বর্ণবাদ, সামাজিক বঞ্চনা ও উচ্চ হারে বেকারত্বের মুখে পড়তে হয়। এই দশকের শুরু থেকেই ব্রিকলেনের বাঙালি কম্যুনিটির সদস্যদের বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হতে হয়। এরই এক পর্যায়ে ১৯৭৮ সালে বর্ণবাদী হামলায় নিহত হন চামড়া পোশাক কারখানার তরুণ শ্রমিক আলতাব আলী। এ হত্যাকাণ্ডটি বাঙালি কম্যুনিটিকে নাড়া দিয়ে যায়, বিশেষত তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ দেখা যায় এই সময়টায়। আলতাব হত্যাকাণ্ডের পর বাঙালি তরুণদের সংগঠিত হওয়া ও রাজনৈতিক সচেতনতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা ছিল অভূতপূর্ব। ১৯৭৮ সালের ১৪ মে ১০ হাজার মানুষ সে সময়কার সেন্ট মেরিজ গার্ডেন এখন যেটা আলতাব আলী পার্ক, সেখান থেকে মিছিল নিয়ে প্রথমে হাইড পার্কে এবং সেখান থেকে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে যায় বর্ণবাদী হামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিতে। আলতাব আলীর কফিনের পিছনে সমবেত মানুষের সারি বর্ণবাদী সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্য ও শক্তিকে প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে র‍্যালি

হয়েছিল তারপর বাঙালি কম্যুনিটির সবচেয়ে বড় কর্মসূচিগুলোর মধ্যে এটা ছিল অন্যতম। সে সময় বিভিন্ন তরুণ গ্রুপ ও কম্যুনিটি গ্রুপ সংগঠিত করা শুরু হয়, যোগাযোগ করা হয় বর্ণবাদবিরোধী অন্যান্য আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে। ওই আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসে বাংলাদেশ ইয়ুথ মুভমেন্ট (বিওয়াইএম), বাংলাদেশ ইয়ুথ ফ্রন্ট (বিওয়াইএফ), প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ অরগানাইজেশন (পিওয়াইও), বাংলাদেশ ইয়ুথ লিগ (বিওয়াইএল) এবং বাংলাদেশ ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের (বিওয়াইএ) মতো সংগঠনগুলো। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৮ সালে বাঙালি কম্যুনিটি অ্যাক্টিভিস্টদের দ্বিতীয় প্রজন্মের উত্থান ঘটে, যারা পরে আশির দশকে এসে মূলধারার রাজনীতিতে যোগ দেন।

আলতাব আলী পার্ক ও আলতাব আলী আর্চের নামকরণ

বাঙালি কম্যুনিটির জন্য এখন একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে আলতাব আলী পার্ক। মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে স্মরণ করার জন্য ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় আলতাব আলী ফাউন্ডেশন। সে বছর থেকে ৪ মে পরিচিতি পায় আলতাব আলী দিবস হিসেবে। সাধারণত কম্যুনিটি লিডার, অ্যাক্টিভিস্ট ও বর্ণবাদবিরোধী কর্মী মিলিয়ে কয়েকশ মানুষ বর্ণবাদ ও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে সংহতি প্রকাশে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে সমবেত হন। স্থানীয়দের দীর্ঘ দিনের দাবির মুখে ১৯৯৮ সালে সেন্ট মেরিজ গার্ডেনের নতুন নামকরণ করা হয় আলতাব আলী পার্ক। বর্ণবাদের বিষে প্রাণ হারানো আলতাব আলীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই দাবি জানিয়ে আসছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকার বাসিন্দারা। এর আগে এটাকে বলা হত সেন্ট ম্যারিজ গার্ডেন। এখানে ছিল সেন্ট ম্যারি ম্যাটফেলন চাচ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে বোমা হামলা চালানো হয় এবং এর কয়েক বছর পর বজ্রপাতে এটা কার্যত ধ্বংস হয়ে যায়। এখন শুধু গুটিকয়েক সমাধিস্মারক পাথর রয়েছে সেখানে।

হোয়াইট চার্চ লেন/ওয়াইটচ্যাপেল হাই স্ট্রিট থেকে আপনি যখন আলতাব আলী পার্কে ঢুকবেন সে সময় যেতে হবে আলতাব আলী আর্চের নিচ দিয়ে। আলতাব আলীসহ বর্ণবাদী সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে নির্মাণ করা হয় এই আর্চ। পার্কের প্রবেশ পথে একটি রোট আয়রন আর্চ নির্মাণের জন্য ১৯৮৯ সালে ওয়েলসের আর্টিস্ট ডেভিড পিটারসনকে দায়িত্ব দেয় টাওয়ার হ্যামলেটস। বাঙালি ও ইউরোপীয় রীতির সম্মিলনে এর নকশা করা হয়। গায়ে লাল রং লাগানো ও পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা ধাতব পাতে গড়ে উঠেছে চোঙা আকৃতির এই কাঠামো। ইস্ট এন্ডে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির একসঙ্গে পথচলাকেই যেন তুলে ধরা হয়েছে এতে।

আলতাব আলী আর্চ নির্মাণ করা হয় সেপ্টেম্বরে এবং ১ অক্টোবর সেটি অবমুক্ত করা হয়। আর্চটি অবমুক্ত করা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে; আলোচনা ও বাঙালি সঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি বিভিন্ন স্টলও বসানো হয়। কেইট ক্লার্কের একটি ব্যানার হোয়াইটচ্যাপেল সড়কের দিকে মুখ করে দুটি গাছ থেকে টাঙানো হয়।

আর্চটি অবমুক্ত করার পর ওসমানি অ্যান্ড হ্যারি গোসলিংয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী হ্যাট, পতাকা ও রিবন সামগ্রী নিয়ে সেখানে সমবেত হয়।

১৯৮০: কম্যুনিটির প্রতিনিধিত্ব

১৯৭০-১৯৮০ এর দশক থেকে বাঙালি কম্যুনিটির রাজনীতি সরে আসে বাংলাদেশের পরাধীনতা ও তা থেকে মুক্তি সংগ্রামের আঁচ থেকে। কম্যুনিটির প্রথম প্রজন্মের কয়েকজন প্রতিনিধি ও তরুণদের মিলিত উদ্যোগে এগিয়ে যায় বাঙালি কম্যুনিটির রাজনীতি। ১৯৮০ সালে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি ইয়ুথ অরগানাইজেশন (এফবিওয়াইও) গঠনের মধ্য দিয়ে তরুণদের শক্তি সংহত রূপ লাভ করে। উন্নত আবাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দাবির পাশাপাশি বর্ণবাদবিরোধী প্রচারণা নতুন গতি পায়। এফবিওয়াইও ছিল সত্যিকার অর্থে প্রথম জাতীয় পর্যায়ে দাবি তুলে ধরার সংগঠন, যেটা বাঙালি কম্যুনিটির স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বাঙালির পক্ষে কথা বলতো।

স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং স্থানীয় কাউন্সিল, বৃহত্তর লন্ডন কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ থেকে আসা বিভিন্ন তহবিল- এ সব কিছুতে অংশগ্রহণের সুযোগ কাজে লাগায় তরুণরা। বাঙালি কম্যুনিটি ছাড়াও হ্যাকনি, নিউহ্যাম, ক্যামডেন, সাউথহল, ব্রাডফোর্ডসহ অন্যান্য স্থানের এশীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তারা। ১৯৮০ এর দশকে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিটালফিল্ডস ওয়ার্ডে ১১২টি কম্যুনিটি গ্রুপ তালিকাভুক্ত করে; যার মধ্যে ৩৪টিরই নেতৃত্বে ছিলেন বাঙালিরা। বাঙালি কম্যুনিটি অ্যাক্টিভিজম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে কম্যুনিটি পলিটিক্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। ব্রিক লেন হয়ে ওঠে বাঙালি অ্যাক্টিভিজমের কেন্দ্র। বর্তমানে ব্রিকলেন 'বাংলাটাউন' ব্রান্ডিং কনসেপ্ট হিসেবে গ্লোবাল আইকনে পরিণত হয়েছে। 'ইউরোপের কারি ক্যাপিটাল' হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছে এটা।

১৯৮২ সালে স্থানীয় কাউন্সিলে প্রথম বাঙালি নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্পিটালফিল্ডসের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নুরুল হক লেবার পার্টির প্রার্থীকে হারিয়ে কাউন্সিলর হয়েছিলেন। একই বছর লেবার পার্টির একমাত্র বাঙালি প্রার্থী আশিক আলী সেন্ট ক্যাথেরিন ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। বর্তমানে একক প্রশাসন হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কালো/এশীয়/বাঙালি কাউন্সিলর আছেন। বর্তমানে মেয়র, গ্রেটার লন্ডন অথরিটির সদস্য, পার্লামেন্ট সদস্য এবং মেম্বার অফ লর্ড-এর সবই কম্যুনিটি আন্দোলনের অর্জন, যে আন্দোলন/যে জাগরণের সূচনা হয়েছিল আলতাব আলী হত্যাকাণ্ড থেকে। তার মৃত্যুই আমাদের শিখিয়ে গিয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, বাঙালি কম্যুনিটির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অর্থবহ পরিবর্তন আনার জন্য মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ করতে।

লেখক : বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় নেতা
ও কমিউনিটি সংগঠক।
ভাষান্তর: আজিজ হাসান